নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৬ : সংখ্যা ২২
Vol. VI No. 22

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০
October-December 2010

ভেতরের পাতায়

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

মগবাজার-মৌচাক এলাকার যানজট নিরসনকল্পে ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য গত ২৭ ডিসেম্বর সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ৩৭৫ কোটি টাকার একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। *(বিস্তারিত ২য় পৃষ্ঠায়)*

বিভিন্ন পৌরসভায় ইউজিপ-২ এবং গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ইউপিপিআরপির বিভিন্ন কার্যক্রম।

(বিস্তারিত ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

বসুরহাট পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড পৌরকর আদায় কার্যক্রম এবং ভৈরব ও বাজিতপুর পৌরসভায় কম্পিউটার পদ্ধতির পানির বিলের উদ্বোধন।

(বিস্তারিত ৫ম পৃষ্ঠায়)

দারিদ্রের বিরুদ্ধে শেফালীর লড়াই

"এখন আমি জামাই-শাশুড়ির মার খাওয়া শেফালী না। আমার পায়ের তলায় এখন মাটি জমিছে। ইউপিপিআরপি আমারে বাঁচার পথ দেখায়েছে।" *(বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)*

এলজিইডির তিনটি প্রকল্প পুরস্কৃত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশন ২০১০ সালের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেরা সাফল্যের জন্য এলজিইডির ৩টি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করেছে। (বিস্তারিত ৭ম পৃষ্ঠায়)

বিভিন্ন পৌরসভায় সৌর বৈদ্যুতিক সড়কবাতি স্থাপন

ইউজিআইআইপি প্রকল্পের দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এলাকায় সৌর বৈদ্যুতিক সড়কবাতি দেয়া হয়েছে। *(বিস্তারিত ৭ম পৃষ্ঠায়)*

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এলজিইডির প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব অশোক মাধব রায় প্রমুখ।

'মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে এলজিইডিকে অধিকতর নিবেদিত প্রাণ হতে হবে'

-স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব

বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের আগামীতে অধিকতর নিবেদিত প্রাণ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। গত ৯ নভেম্বর ঢাকাস্থ এলজিইডি ভবনে সচিব হিসেবে প্রথম আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এলজিইডি হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন প্রয়াসের শোকেস। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার জন্য তিনি এলজিইডির প্রকৌশলীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাজের গুনগতমানের বিষয়েও তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, দক্ষতা ও যোগ্যতার বিচারে এলজিইডির সুনাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে তিনি এলজিইডির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, অপরিমিত দক্ষতা এবং প্রচণ্ড রকমের পেশাদারী মনোভাব এলজিইডিকে বর্তমান অবস্থানে এনে দিয়েছে। তিনি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, সেই লয় ও ধারা অক্ষুন্ন রেখে যদি এলজিইডি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও নগরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আইসিটি খাতে এলজিইডির সাফল্য দৃশ্যমান।

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে অভ্যর্থনা জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। সম্মেলন কক্ষে এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ এলজিইডির ইতিবৃত্ত ও বিবিধ কর্মসূচির ওপর একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। জনাব আহমেদ তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, এলজিইডির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পল্লী ও নগর উন্নয়ন এবং পানিসম্পদ অবকাঠামো ভিত্তিক। এলজিইডিতে প্রশিক্ষিত ও দায়বদ্ধ জনশক্তি রয়েছে যারা প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বাস্তবায়ন করছে শ্রমঘন ও জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে। তিনি বলেন, এলজিইডি তার কর্মকাণ্ডে বিবিধ জাতীয় নীতিমালার বাস্তবায়নেও নিবেদিত।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, বিগত দুই বছরের মধ্যে এলজিইডির একটি অন্যতম প্রধান অর্জন হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধির অনুমোদন প্রাপ্তি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে এলজিইডি সর্বোচ্চ সহযোগিতা লাভ করছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব অশোক মাধব রায়।

সভাশেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এলজিইডি সদর দপ্তরের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ■

সম্পাদকীয়

প্রসংগঃ পৌর এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

নদীমাতৃক বাংলাদেশ আজ ভুগছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সঙ্কটে। এর অন্যতম প্রধান কারণ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার। আমাদের পানি এতটাই দূষিত যে ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য। তারপরও এই পানি আমাদের পান করতে হচ্ছে অনেকটাই বাধ্য হয়ে, আবার সচেতনতার অভাবে। বাংলাদেশের প্রায় ২৪ শতাংশ রোগ পানিবাহিত, আর এতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও নগরায়ণের কারণে বিশুদ্ধ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিনিয়তই কষ্টকর হয়ে উঠছে। চ্যালেঞ্জগুলো কঠিন হলেও অবশ্যই জয় করতে হবে। নয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পড়বে চরম সংকটে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের মাঝারি শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি লক্ষীপুর পৌরসভায় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ওভার হেড পানির ট্যাংক নির্মাণ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট ও সরবরাহ লাইন স্থাপন, পুরাতন সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের দরিদ্র এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার দরিদ্র এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড ও ওভার হেড পানির ট্যাংক নির্মাণ এবং ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠি সুপেয় পানি ব্যবহার করতে পারছেন। দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পেও এই কম্পোনেন্টের কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা চাহিদা অনুযায়ী এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিজ নিজ পৌরসভায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দরিদ্র এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে।

মানুষের কার্যকলাপই বিশুদ্ধ পানির সঙ্কট সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। প্রয়োজনের তুলনায় বিশুদ্ধ পানির অভাব সেই ইঙ্গিতই দেয়। এই ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করা শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। আমাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, বের করতে হবে সমস্যা সমাধানের উপায়। শুধু পানি ফুটিয়ে পান করা অথবা ফিল্টারের ব্যবহার সমাধান নয়। প্রয়োজন একটি সমন্বিত ও কার্যকর পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। প্রতিটি পরিবারকে সচেতন করতে হবে নিরাপদ পানির উৎস ও পানি বিশুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। আর এটা করতে পারলেই আমরা বলতে পারবো পানির অপর নাম জীবন। ■

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মার্ণ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

রাজধানীর উত্তর-দক্ষিণে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এবং মগবাজার-মৌচাক এলাকার যানজট নিরসনকল্পে ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য গত ২৭ ডিসেম্বর শেরেবাংলা নগরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সম্মেলন কক্ষে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ৩৭৫ কোটি টাকার একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ইআরডির যুগ্মসচিব জনাব এটিএম মোস্তফা কামাল এবং সৌদি ফান্ডের পক্ষে জনাব আবদুল্লাহ আল সাদুকী। প্রকল্পটি নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৮১০ কোটি টাকা (১১ কোটি ৫২ লাখ ডলার)। এর মধ্যে এসএফডির ৩৭৫ কোটি টাকা (৫ কোটি ৩৩ লাখ ডলার) ছাড়াও ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে ১৯৭ কোটি টাকা (২ কোটি ৮০ লাখ ডলার)। বাকি ২৩৮ কোটি টাকা (৩ কোটি ৩৯ লাখ ডলার) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রকল্পের আওতায় মগবাজার, মৌচাক, শান্তিনগর, মালিবাগ, সাতরাস্তা ও এফডিসি মোড় এলাকায় ছয়টি ইন্টারকানেক্ট এবং মালিবাগ ও মগবাজারে দুটি রেলওয়ে ইন্টারকানেক্ট নির্মাণ করা হবে। মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নিমার্ণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) অনুমোদনের পর একনেকে অনুমোদিত হলে ২০১১ সালের মার্চ মাস নাগাদ দরপত্র আহবান করা যাবে। ■

বিভিন্ন পৌরসভায় বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন

ময়মনসিংহ পৌরসভাঃ ময়মনসিংহ পৌর শহরকে ২০২৫ সালের মধ্যে তিলোত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বিশ্ব বসতী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ৬-১০ অক্টোবর আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় এ অঙ্গীকার করা হয়। "নন্দিত নগর, প্রমিত জীবন" শ্লোগান সম্বলিত বিশ্ব বসতী দিবসের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন প্রবীণ রাজনীতিক, পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট ওয়াজেদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার জনাব লোকমান হোসেন মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম ফারুক বিপিএম-সেবা, জেলা মটর মালিক সমিতির সভাপতি জনাব মোমতাজ উদ্দিন মস্তা, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস আরজুনা কবির। পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী, সেমিনার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

"নন্দিত নগর, প্রমিত জীবন" শ্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ নেন। দিবসটি উপলক্ষে সার্কিট হাউস মাঠ সংলগ্ন ব্যায়ামাগারে নগরীর বিভিন্ন ঐতিহ্যের ইতিহাস নিয়ে "প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ-পরিকল্পিত নগরায়ন" শীর্ষক এক প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

জামালপুর পৌরসভাঃ গত ১৪ অক্টোবর জামালপুর পৌরসভার উদ্যোগে বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হয়। আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। পৌরসভার মেয়র এডভোকেট শাহ মোহাম্মদ ওয়ারেছ আলী মামুন এর সভাপতিত্বে পৌরসভার পাবলিক হলে অনুষ্ঠিত সভায় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও পৌর নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

"নন্দিত নগর, প্রমিত জীবন" শ্লোগানকে সামনে রেখে জামালপুর পৌরসভায় বিশ্ব বসতী দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন।

চাঁদপুর পৌরসভার পূর্তকাজ পরিদর্শন করেন এডিবি রিভিউ মিশনের সদস্যবৃন্দ। এসময় প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মিশন

এডিবি লোন রিভিউ মিশন ঃ স্টিফ-২

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রধান জনাব জহিরউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের রিভিউ মিশন গত ১১-১৪ ডিসেম্বর মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সোশাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার অফিসার বেগম ফেরদৌসী সুলতানা ও প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব লিয়াকত আলী খান। মিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময় স্টিফ-২ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজসহ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, সেনিটেশন এবং ইউজিআপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পৌরসভাগুলো পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট পৌর মেয়র, পৌরসভার কর্মকর্তা, এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে মিশনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন পরিদর্শনকৃত পৌরসভার নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম (ইউজিআপ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। স্টিফ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন ও উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান কবির খসরু মিশনের সঙ্গে পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ ইডিডিআরপি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি রিভিউ মিশন গত ৫-২৫ ডিসেম্বর ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের মিসেস ফারহানা হুসনা এবং পরামর্শক জনাব মোঃ আহমেদ ফারুক। মিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেণী, চাঁদপুর ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে। কাজের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। পৌরসভা পরিদর্শনকালে মিশন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে। এসময় ইডিডিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব আতাউর রহমান খান, টিম লিডার গাজী মোহাম্মদ মহসীন এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

প্রশিক্ষণ

ইউপিপিআরপিঃ ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি) গত ২৬-২৮ নভেম্বর এবং ৬-৫ ডিসেম্বর দুই ব্যাচে এলজিইডি সদর দপ্তরে ফিন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে ২৩টি শহরের ৬২জন টাউন ম্যানেজার, ফাইন্যান্স/এ্যাকাউন্টস্ এক্সপার্ট, এ্যাকাউনটেন্ট ও এ্যাকাউন্টস এ্যাসিস্টেন্টগণ অংশ নেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ইউপিপিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ। বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের আন্তর্জাতিক কর্মসূচি পরিচালক জনাব রিচার্ড গিয়ার, প্রোগ্রাম অপারেশন ম্যানেজার মিসেস রাবাব মাকী, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আজহার আলী। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএপিএডি এর ডিরেক্টর জনাব শিষ হায়দার চৌধুরী, এলজিইডির আরআরএমআইপির প্রকল্প পরিচালক জনাব পি. কে. চৌধুরী, ইউএনডিপির সিনিয়র এ্যাডভাইজার (ফিন্যানসিয়াল সার্ভিস) ড. হারুন-অর রশীদ।

ইউজিপ-২ ঃ

সিবিও রিসোর্স পার্সনদের প্রশিক্ষণ

গত ১১ নভেম্বর ঢাকা জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে দিনব্যাপী ইউজিপ-২ এর উদ্যোগে ৩৫টি পৌরসভার মনোনীত সিবিও রিসোর্স পার্সনদের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ এ কে এম রেজাউল ইসলাম এবং পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফফার। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক সমন্বকারী হাসিনা খাতুন, জনাব এনামুল হক, ফাতেমা জিকরুন বারী প্রমুখ।

ইউজিআপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

ইউজিপ-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবদের জন্য গত ২৫ অক্টোবর ঢাকা জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআপ) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। তিনি নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ, জেন্ডার এ্যাকশান প্লান ও নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য দেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান। বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক।

বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

ইউজিপ-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার হিসাব রক্ষক, সহকারী কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক ও কম্পিউটার অপারেটরদের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১৯ ডিসেম্বর ৫দিনের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক। এসময় আরইউএমএসইউ'র উপ পরিচালক জনাব আদিনাথ ঘোষ, ইউজিপ-২ এর উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। ■

বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক।

বিভিন্ন পৌরসভায় ইউজিপ-২ এর কার্যক্রম

ইউজিআপ সংক্রান্ত কর্মশালা

কলাপাড়া পৌরসভাঃ এলজিইডির ইউজিপ-২ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের (ফেইজ-২) ইউজিআপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক কর্মশালা গত ১২ ডিসেম্বর কলাপাড়া পৌরসভায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ও জিআইসিডির পরামর্শকগণ। দিনব্যাপী কর্মশালায় ইউজিআপ বাস্তবায়নের জন্য আগামী এক বছরের (২০১০-২০১১) বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। অংশগ্রহণমূলক এ কর্মশালায় ইউজিআপ এর ৬টি ক্ষেত্রে ২৭টি কর্মতৎপরতার ১১৬টি করণীয় বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রতিটি করণীয় কাজের সময় নির্ধারণ ও দায়িত্ব বন্টন করা হয়। কর্মশালায় জিআইসিডির বরিশাল অঞ্চলের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ইউজিআপ বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে অবহিত করেন।

বরগুনা পৌরসভাঃ এদিকে গত ১৪ ডিসেম্বর ইউজিপ-২ প্রকল্পের আওতায় বরগুনা পৌরসভায় ইউজিআপ বাস্তবায়নের জন্য একই ধরণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, পৌরসভা ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্পের পরামর্শকগণ এতে অংশ নেন। ■

সিবিও কার্যক্রম

বরগুনা পৌরসভাঃ দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বরগুনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ১৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি সিবিও নিয়মিত মাসিক সভা এবং তাদের করণীয় নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পৌর এলাকায় ড্রেন, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা পরিস্কার, সড়কবাতি স্থাপন ইত্যাদি। ইতোমধ্যে সিবিও'র কর্মকাণ্ডে পৌরবাসীর মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে এবং এই কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর প্রকল্পের জিআইসিডির বরিশাল অঞ্চলের রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন বরগুনা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কলিজিয়েট ১৫নং সিবিও পরিদর্শন করেন এবং সিবিও সদস্যদের নিয়মিত মাসিক সভায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

ফরিদপুর পৌরসভাঃ দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ৬৭টি কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠিত হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে সিবিওর মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ■

ইউপিপিআরপি ও আইএলও'র মধ্যে সমঝোতা-পত্র স্বাক্ষর

এলজিইডির আওতায় নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পটি দেশের ৭টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ৩০টি পৌরসভায় (বর্তমানে ২৩টি শহরে চলমান) দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণের দারিদ্র কমিয়ে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমে কারিগরী সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যে গত ৫ অক্টোবর ঢাকাস্থ ইউএনডিপি সদর দপ্তরে ইউএনডিপি ও আইএলও'র মধ্যে একটি সমঝোতা-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ স্টিফান প্রিজনার এবং আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ এন্ডে বগুই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় আইএলও ইউপিপিআর প্রকল্পের কিছু এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সহায়তা দেবে। ■

ইউএনডিপি ও আইএলও'র মধ্যে ইউপিপিআর প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকতাগণ উপস্থিতি ছিলেন।

গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ইউপিপিআরপির বিভিন্ন কার্যক্রম

দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের পুনর্বাসনে জমি বরাদ্দ

এলজিইডির আওতায় নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প পৌর এলাকার ৩৬টি কমিউনিটির ১০,৬০০টি দরিদ্র-হতদরিদ্র পরিবারের দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে দক্ষিণ মৌলভীপাড়া কমিউনিটির ৩৮৭টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদকৃত এসব পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরী সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এনে ক্লাষ্টার কমিউনিটি ডেভেলমেন্ট কমিটির (ক্লাষ্টার সিডিসি) মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সহায়তা দেয়া হয় এবং এদের পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্লাষ্টার সিডিসিসমূহের নেতৃবৃন্দ গোপালগঞ্জ পৌর মেয়রের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের কাছে ভূমি বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করেন। জেলা প্রশাসকের সার্বিক সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ অক্টোবর গোপালগঞ্জ পৌর এলাকায় অবস্থিত বিশ্বরোড সংলগ্ন ৪.১৬ একর জমি নাম মাত্র মূল্যে (এক হাজার এক টাকায়) দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নথিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। বন্দোবস্তকৃত জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত এবং শহরে অবস্থানরত দরিদ্র ও হত-দরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন ছিন্নমূল দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের আবাসন নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে তাঁদের জীবন-জীবিকা নিরাপদ হবে, যা জাতীয়ভাবে দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্য অর্জনকে তরান্বিত করবে। ■

হত দরিদ্রদের এককালীন ব্যবসা সহায়তা

এদিকে চলতি বছরে গোপালগঞ্জ পৌরসভার ৭২৯জন হত-দরিদ্র মহিলার প্রত্যেককে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা এককালীন ব্যবসা সহায়তা দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যাক মহিলা যারা আগে থেকে ব্যবসা করতেন, তারা এই সহায়তা পেয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন, আর বেশিরভাগ মহিলা নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ফেরী করে শাড়ি বিক্রি, মুদি দোকান, চায়ের দোকান, পিঠা তৈরী, ঝাল-মুড়ি চানাচুর এর দোকান, সেলাইয়ের কাজ, কাগজের ঠোঙা তৈরী, বাঁশ-বেতের আসবাব তৈরী ইত্যাদি। এই হতদরিদ্র মহিলা ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা করে দিনে ২০০-৩০০ টাকা আয় করছেন, যার ফলে পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে এবং সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে। ■

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান

আমাদের দেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকে ঝরে পড়ে। ফলে জন্মসূত্রে দারিদ্র নিয়ে জীবন শুরু করা এসব ছেলেমেয়ে পরবর্তীতে দরিদ্রই থেকে যায়, আর এভাবেই দারিদ্র এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তার লাভ করে। গোপালগঞ্জ পৌরসভার নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৌর এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের ঝরে পড়া এবং ঝরে পড়ার উপক্রম এমন ৬৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে (পঞ্চম-দশম শ্রেণী) দুই কিস্তিতে অফেরৎযোগ্য (বার্ষিক) ৪৫০০ টাকা অনুদান দিয়েছে। এই সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে নতুন করে লেখাপড়া শুরু করেছে। ■

সভা

জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন বিষয়ক অবহিতকরণ সভা

দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের উদ্যোগে গত ২১শে অক্টোবর এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন বিষয়ক অবহিতকরণ সভা। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৩জন কর্মকর্তা এই সভায় অংশ নেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সোশাল ডেভলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার অফিসার বেগম ফেরদৌসী সুলতানা। সভায় বিভিন্ন পৌরসভা থেকে আগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে জেন্ডারের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ এ কে এম রেজাউল ইসলাম। ■

পূর্তকাজ বাস্তবায়ন শীর্ষক পর্যালোচনা সভা

গত ২৭ অক্টোবর ঢাকা জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার প্রকৌশলী ও মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের (এমই) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় পূর্তকাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। এসময় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পূর্তকাজের প্যাকেজ ও প্রাক্কালন নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এডিবির জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, এডিবি কেবল পূর্তকাজ বাস্তবায়নে সহায়তা করে না, দারিদ্র হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডেও সফলভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করতে পারলে আগামীতে পৌরসভাগুলোর পক্ষে এডিবি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজতর হবে। ■

টিএলসিসি সভা

সম্প্রতি গোপালগঞ্জ পৌরসভায় নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র জনাব হাসমত আলী শিকদার (চুন্নু)। এতে নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর বিশ্বাস ও নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) নির্মল কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সভায় নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। টিএলসিসির কার্য পরিধি এবং তারা কীভাবে কাজ পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নগর সমন্বয় কমিটি পৌর নাগরিক ও পৌরসভার মধ্যে একটি 'সেতু' উল্লেখ করে বক্তাগণ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেন। ■

পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে ঐক্যবদ্ধ কুমিল্লা পৌরবাসী

পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিস্কাশন, সড়কবাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততার জন্য কুমিল্লা পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডে ৯০টি কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করা হয়েছে। এসব সিবিও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তাদের পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে গত ৬ ডিসেম্বর ১৮নং ওয়ার্ডের কাটাবন উত্তর কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন তাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় শীর্ষক এক সভা আয়োজন করে। সিবিওর সভাপতি জনাব সফিক মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক জনাব জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে কাটাবন উত্তর এলাকায় ইউজিপ-২ থেকে প্রাপ্ত ভ্যানের মাধ্যমে বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে উল্লেখ করে উপস্থিত সকলকে জানানো হয় যে, এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসাধারণকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। ■

বিদেশ সফর

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ মোহসিন চৌধুরী গত ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্টাডি ট্যুরে লুক্সেমবার্গ ও ফ্রান্স সফর করেন। ■

কম্পিউটারাইজড পৌরকর আদায় কার্যক্রম

বসুরহাট পৌরসভাঃ পৌরসভার রাজস্ব আয়ের মূল উৎস হলো পৌরকর এবং নিজস্ব অন্যান্য উৎস থেকে আয়। সঠিকহারে ও নির্ধারিত সময়ে পৌরকর নির্ধারণ এবং তা আদায় করা এতদিন বসুরহাট পৌরসভার জন্য ছিল অনেকটাই কল্পনার। এই বাস্তবতায় আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের সহায়তায় গত ২১ অক্টোবর ট্যাক্স সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কম্পিউটার পদ্ধতি প্রবর্তণ করা হলো। এ বিষয়ে মেয়র জনাব কামাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন, কম্পিটারাইজড ট্যাক্স বিল পৌরসভার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে, যা পৌরসেবা প্রদানে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি কম্পিউটারের মাধ্যমে পৌর করের বিল তৈরীতে সহায়তা করার জন্য আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালককে ধন্যবাদ জানান এবং ইউএমএসইউ এর সহায়তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। ■

কম্পিউটারাইজড পানির বিলের উদ্বোধন

ভৈরব পৌরসভাঃ গত ১৩ ডিসেম্বর ভৈরব পৌরসভায় এলজিইডির আঞ্চলিক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট এর সহায়তায় কম্পিউটার পদ্ধতিতে পানির বিলের উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র এডভোকেট ফখরুল আলম আক্কাস। এসময় এলজিইডির পক্ষে আঞ্চলিক নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উপ পরিচালক জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী জনাব মোঃ শেখাবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হাসিবুল ইসলাম, সচিব জনাব মোঃ দুলালউদ্দিন, ময়মনসিংহ অঞ্চলের টিম লিডার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরসভার মেয়র জনাব ফখরুল আলম আক্কাস গ্রাহকদের হাতে কম্পিউটারাইজড পানির বিলের কপি হস্তান্তর করেন। কম্পিউটারাইজড পানির বিলের কপি হাতে পেয়ে গ্রাহকবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর ফলে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

ভৈরব পৌরসভার মেয়র এডভোকেট ফখরুল আলম আক্কাস কম্পিউটারাইজড পানির বিলের উদ্বোধন করেন।

বাজিতপুর পৌরসভাঃ এদিকে বাজিতপুর পৌরসভায় গত ১৪ ডিসেম্বর ইউএমএসইউ'র সহায়তায় কম্পিউটার পদ্ধতিতে পানির বিলের উদ্বোধন করা হয়। ■

নওয়াপাড়া পৌরসভায় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

নওয়াপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে গত ৮ অক্টোবর স্থানীয় ভৈরব নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিযোগীরা এতে অংশ নেয়। বিপুল সংখ্যক দর্শক এ প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুইপ বলেন, বাঙালী ঐতিহ্যের ধারক নৌকা বাইচ অসম্ভব সুন্দর একটি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার আয়োজক নওয়াপাড়া পৌর পরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিবছর এই আয়োজন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এসময় যশোর জেলার পুলিশ সুপার জনাব দিদার আহমেদ, অভয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদ হোসেনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ভৈরব নদী তীরে মেলা বসে।

মেয়র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টঃ এদিকে গত ১১ অক্টোবর নওয়াপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে শংকরপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পৌর মেয়র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১০ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২টি জেলার ফুটবল দল অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব, এমপি। বক্তব্য রাখেন নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুল। এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে নওয়াপাড়া পৌর এলাকায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ■

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় সুপেয় পানির ট্যাংক স্থাপন

সম্প্রতি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের অধীন দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার দরিদ্র এলাকায় সুপেয় পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। ৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওভার হেড ও আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক ও পানির ট্যাপ স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান। এ ধরণের পানির ট্যাংক চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় এই প্রথম স্থাপন করা হলো। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি সার্বক্ষণিক সুপেয় পানি পান করতে পারবেন, যা তাদের পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করবে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

গোপালগঞ্জ পৌরসভায় নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিটের কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০২-০৩ অর্থবছরে মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের (এমএসইউ) মাধ্যমে গোপালগঞ্জ পৌরসভায় নানাবিধ কার্যক্রম শুরু করে, যার ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালে নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিটের (ইউএমএসইউ) আওতায় আসে গোপালগঞ্জ পৌরসভা। এর মাধ্যমে পৌরসভার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হয়। মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিটের মাধ্যমে এই পৌরসভায় কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস মেশিন এবং বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো জরিপের জন্য মেজারিং টেপ, চেইন, হুইল মিটার, রোটোমিটার, সেট স্কয়ার, কম্পাস ও জরিপ বোর্ড সরবরাহ করা হয়। এসব যন্ত্রপাতির সহায়তায় গোপালগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামোর তালিকা প্রস্তুতকরণসহ বিভিন্ন প্রকার ম্যাপ প্রণয়নের কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। ট্যাক্স, এ্যাকাউন্টস ও পানি সরবরাহের বিল কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে ট্যাক্স ও পানির বিল আদায়ের হার বেড়েছে। ফলে পৌরসভার কাজে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ■

দারিদ্রের বিরুদ্ধে শেফালীর লড়াই

ছোট বেলা থেকেই মানুষের বাড়িতে ঝি এর কাজ করতো যশোরের শেফালী। একটু বড় হলে বাবা তাকে বিয়ে দেন। ভালই চলছিল তার নতুন সংসার। কিন্তু যৌতুকলোভী স্বামীর চরিত্র আগে জানা ছিল না। বিয়ের কিছুদিন যেতেই যৌতুকের দাবিতে স্বামী-শাশুড়ি অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের মাত্রা দিনদিন বাড়তে থাকে। এভাবে একদিন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। নিরুপায় শেফালী ফিরে আসে বাবার কাছে। কিছুদিন পর একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় সে। এর কিছুদিন পর আসে স্বামীর তালাকনামা, যার সঙ্গে শেষ হয়ে যায় শেফালীর স্বপ্ন।

শুরু হয় শেফালীর জীবন যুদ্ধ। সেলাইয়ের সামান্য আয় দিয়ে চলে তার জীবন। একদিন এলাকার মসজিদ মাঠে একটা বড় মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে গিয়ে ইউপিপিআর প্রকল্প সম্পর্কে একটা ধারণা পায় শেফালী। সে একটি দলের সদস্য পদ নেয় এবং প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় শুরু করে। শেফালীর জীবনযুদ্ধ আর দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই দেখে তাকে ব্লক গ্রান্ট এর আওতায় আনা হয়। সোসিও ইকোনমিক ফান্ড (এসইএফ) থেকে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়। শেফালী ঠিক করে সে শাড়ির ব্যবসা করবে।

বাজার থেকে শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট কিনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করে। প্রতিদিন গড়ে বিক্রি হয় ৫০০/৬০০ টাকা। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শাড়ি বিক্রি এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সিডিসি'র ল্যাট্রিনের জন্য রিং/চাক তৈরী করে। এখন অনেকটা নিরাপদ শেফালী বেগম। নতুন স্বপ্ন ঘরের সামনের রাস্তায় ছোট একটা দোকান দেবে। হাতে কিছু পয়সা জমেছে, আরো কিছু জমলেই দোকানের ব্যবসা শুরু করবে। এরপর আগামী জানুয়ারিতে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাবে। শেফালীর কথা, "এখন আমি জামাই-শাশুড়ির মার খাওয়া শেফালী না। আমার পায়ের তলায় এখন মাটি জমিছে। ইউপিপিআরপি আমারে বাঁচার পথ দেখায়েছে।" ■

শাড়ি কাপড় নিয়ে ব্যবসায় বেরুচ্ছেন দারিদ্রের বিরুদ্ধে জয়ী যশোরের শেফালী বেগম, ইউপিপিআরপি যাকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে।

নওয়াপাড়া পৌরসভায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের দামাল ছেলেরা নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এনে দেয় স্বাধীনতা। জন্ম হয় বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। জাতির গর্ব মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এবং তাঁদের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার মানসে নওয়াপাড়া পৌরসভা রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে নির্মাণ করে স্মৃতিসৌধ। প্রতিবছর বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে পৌর এলাকার হাজার হাজার মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে গভীরভাবে স্মরণ করে এদেশের জাতীয় বীরদের।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নওয়াপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এদিন অপরাহ্নে পৌরসভার উদ্যোগে পৌর চত্বরে অভয়নগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব, এমপি। অনুষ্ঠানে পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেরা সাফল্যের জন্য এডিবির পুরস্কার প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন ও জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ। এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ থেবাকুমার কান্দিয়াহ ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির তিনটি প্রকল্প পুরস্কৃত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশন ২০১০ সালের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেরা সাফল্যের জন্য এলজিইডির ৩টি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করেছে। গত ১৩ ডিসেম্বর শের-ই-বাংলা নগরস্থ এডিবি কার্যালয়ে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রকল্পগুলো হচ্ছে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি), ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; (পার্ট-বিঃ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) ও (পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার)। ইউজিআইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; (পার্ট-বিঃ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান ও পার্ট-সিঃ (মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ থেবাকুমার কান্দিয়াহ এর কাছ থেকে ক্রেস্ট ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

২০০১ সাল থেকে এডিবি সেরা প্রকল্প স্বীকৃতি কর্মসূচি হাতে নেয়। এ সংস্থার অর্থায়নে চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ থেবাকুমার কান্দিয়াহ বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা, ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সুযোগ্য নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাপকাঠির ভিত্তিতে সেরা প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এলজিইডির ইউজিআইআইপি ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে এবং ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭; (পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) ২০০৯ সালে এডিবির সেরা পারফরমিং প্রকল্প হিসেবে পুরস্কৃত হয়। ■

ইডিডিআরপির উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নির্মাণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগরায়নে বিশেষতঃ পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পৌরসভাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

২০০৭ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে অতি বৃষ্টির ফলে বাংলাদেশে ব্যাপক বন্যায় ৩০% এলাকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ৪৭টি জেলাকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে জিডিপির উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

২০০৭ সালে বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জরুরী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন (ইডিডিআরপি'০৭, পার্ট- সিঃ পৌর অবকাঠামো) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত সিরাজগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো বিশেষ করে সড়ক, সেত-কালভার্ট ও ড্রেন পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ৫৫.৮৫৮ কিঃমিঃ সড়ক, ৩৯.৪০মিঃ সেতু ও কালভার্ট এবং ১০.৩৫৩কিঃমিঃ ড্রেন। এসব অবকাঠামো পুনর্বাসনের ফলে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার প্রায় অচল যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার সচল হয়েছে। পাল্টে গেছে গোটা শহরের চিত্র। ■

এডিবি প্রতিনিধিদলের নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন

গত ১ ডিসেম্বর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সোশাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার অফিসার বেগম ফেরদৌসী সুলতানাসহ চার সদস্যের প্রতিনিধিদল নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভায় এলজিইডির ইউজিআইআইপি ও ইউজিপ-২ এর দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। নারায়ণগঞ্জে পরিদর্শনদলকে স্বাগত জানান পৌর মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী। তারা জেন্ডার বিষয়ক এক আলোচনায় অংশ নেন। এসময় পৌরসভার কাউন্সিলর, টিএলসিসির সদস্য ও পৌর পরিষদের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে পরিদর্শনদল কয়েকটি বস্তি এলাকা পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা ইউজিআইআইপির আওতায় নির্মিত ফুটপাত, টিউবওয়েল, সড়কবাতি, ড্রেন, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন এবং বস্তিবাসীর সঙ্গে কথা বলেন।

বিকেলে পরিদর্শনদল মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এডভোকেট মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেন্ডার কমিটির সভায় যোগ দেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এসময় পৌরসভার কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনদলে এডিবির জেন্ডার বিষয়ক এ্যাডভাইজার মিসেস রীনা সেন গুপ্ত, জেন্ডার স্পেশালিস্ট মিসেস সামান্তা ও মিসেস উজমা হক উপস্থিত ছিলেন। ■

বিভিন্ন পৌরসভায় সৌর বৈদ্যুতিক সড়কবাতি স্থাপন

ইউজিআইআইপি প্রকল্পের দারিদ্র হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রঋণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এলাকায় সড়কবাতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ বৈদ্যুতিক সড়কবাতির পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, ফেণী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ভৈরব পৌরসভায় ১০৫টি সৌর বৈদ্যুতিক (সোলার) সড়কবাতি স্থাপন করা হয়।

গত ৯ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকায় সৌর বৈদ্যুতিক সড়কবাতির উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান। এসময় তিনি বলেন, দরিদ্র এলাকার পাশাপাশি ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী পৌর এলাকার সর্বত্র এই লাইট স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হবে। এই লাইট স্থাপনের ফলে পৌর এলাকাসহ জেলার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর থেকে অনেকটা চাপ কমবে বলে পৌর জনগণ মনে করেন।

এদিকে জামালপুর পৌরসভায় স্টিফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৬০টি সৌর বৈদ্যুতিক সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। ■

নরসিংদী পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব লোকমান হোসেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, এমপিকে নরসিংদী পৌর নাগরিকদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেন।

"১০ হাজার টাকায় ল্যাপটপ"

- নরসিংদী পৌরসভায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর নির্বাচনে বিপুল ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচিত হওয়ায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, এমপিকে নরসিংদী পৌর নাগরিকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। গত ২৯ অক্টোবর বিকেলে নরসিংদী পৌরসভা প্রাঙ্গণে মেয়র আলহাজ্ব লোকমান হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন নরসিংদীর ডেপুটি কমিশনার জনাব অমৃত বাড়ৈ, পুলিশ সুপার ড. আক্কাছ উদ্দিন ভূইয়া, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আঃ মতিন ভূইয়া, নরসিংদী কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ বাবু অহিভূষণ চক্রবর্তী, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট এ কে ফজলুল হক ও নরসিংদী প্রেসকাবের সভাপতি নিবারণ রায়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, এমপি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশ ও জাতির উন্নয়নে বিশ্বাসী। আমরা কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। আইটিইউ নির্বাচনে বাংলাদেশ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন আরও একধাপ এগিয়ে গেলো। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ১০ হাজার টাকায় ল্যাপটপ বিতরণ করা হবে।

পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব লোকমান হোসেন তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত নাগরিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। এসময় তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে নরসিংদী পৌর নাগরিকদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেন। ■

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিঃ সোয়েন ওলিং সম্প্রতি এলজিইডি পরিদর্শনে আসেন। তিনি এলজিইডির কার্যাবলী বিষয়ক এক উপস্থাপনায় উপস্থিত হন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নবনিযুক্ত ডেনিস রাষ্ট্রদূতের এলজিইডি পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের নতুন রাষ্ট্রদূত মিঃ সোয়েন ওলিং গত ১ ডিসেম্বর ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিদর্শনে আসেন। এলজিইডি ভবনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। এরপর তিনি সম্মেলন কক্ষে এলজিইডির কার্যাবলী বিষয়ক এক উপস্থাপনায় হাজির হন। এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদের উপস্থাপিত তথ্যে বলা হয়, এলজিইডি হচ্ছে স্থানীয় সরকারভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রতিষ্ঠান, যেখানে নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ১০ হাজার কর্মী, যাদের ৯০ শতাংশই তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছেন। এলজিইডির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পল্লী ও নগর উন্নয়ন এবং পানিসম্পদ অবকাঠামো ভিত্তিক। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়িত হয় শ্রমঘন ও জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে।

এলজিইডির প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই ডেনমার্ক বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু। তিনি বলেন, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এলজিইডির ফলাফলভিত্তিক উন্নয়ন প্রয়াস, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক ইস্যুগুলোর বিষয়ে জানতে পেরে তিনি আনন্দিত। এলজিইডিকে একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করে তিনি আরও বলেন, ডানিডার সঙ্গে এলজিইডির সম্পর্ক চমৎকার এবং এ সম্পর্ক আগামীতে আরও জোরদার হবে।

সমাপনী বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলজিইডি ডানিডার সঙ্গে কাজ করছে। ডানিডা এলজিইডির দক্ষতাবৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। এজন্য তিনি ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত, ডেনমার্ক সরকার ও তাদের জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতকে এলজিইডির কয়েকটি ইউনিট দেখানো হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ■

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।